ইউনিট ৮

উচ্চ শিক্ষায় মূল্যায়ন ব্যবস্থা
[Evaluation in Higher Education]

ভূমিকা

শিক্ষা মূল্যায়ন যে কোন শিক্ষা ব্যবস্থার এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। শিক্ষাদানকে ফলপ্রসূ করার জন্য এবং এর উন্নতি বিধানে মূল্যায়ন অপরিহার্য। শ্রেণীকক্ষে একজন শিক্ষক কতখানি পাঠদানের সমর্থ হয়েছেন, তিনি যা পড়াতে চেয়েছেন, যে উদ্দেশ্য নিয়ে পড়াতে চেয়েছেন, তা অর্জিত হয়েছে কিনা তিনি পাঠদানকে ফলপ্রসু করার জন্য যে শিক্ষোপকরণ ব্যবহার করেছেন, যে পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন, তাতে তিনি কতটুকু সফলকাম হয়েছেন তার সঠিক উত্তর পাওয়া যায় এই মূল্যায়নের মাধ্যমে। আমাদের পরীক্ষা-শাসিত শিক্ষা ব্যবস্থায় কৃতিত্ব অভীক্ষা এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। সেই অভীক্ষা হতে পারে রচনামূলক, নৈর্ব্যক্তিক কিম্বা অন্য কিছু যেমন মৌখিক। আর পরীক্ষার মাধ্যমে একটি সামাজিক মর্যাদার সার্টিফিকেট বা অভিজ্ঞানপত্র লাভই আমাদের শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ও কাম্য বস্তু হয়ে দাড়িয়েছে। শিক্ষার্থীদের শিক্ষা গ্রহণ যাই হোক না কেন ঐ সামাজিক মর্যাদার অভিজ্ঞান পত্রটি যে কোন মূল্যে তাকে পেতেই হবে। তাই পরীক্ষার ব্যাপারে ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবকদের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, ভয়ভীতি, আকুলতা-ব্যাকুলতার সীমা-পরিসীমা নেই। আর এ জন্য শত শত কর্মকর্তার সাবধানতার সত্ত্বেও প্রশ্নপত্র ফাঁস, পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনসহ কত যে অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটছে তা অভিজ্ঞজন মাত্রই অবগত আছেন। পরীক্ষায় পাস না করলে শিক্ষাই যেন হলোনা, তার জীবন একেবারে ব্যর্থ হয়ে গেল। পরিবারে বা সমাজে তার কোন স্থান বা মূল্য রইল না এমন ধারণাই আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে। জীবন প্রয়োজন সম্পৃক্ত শিক্ষার দ্বারা পূর্ণতার জীবন যাপনের সর্বাঙ্গীন প্রস্তুতি এবং জীবনের সুষম বিকাশ সাধন সেখানে অনেকটা গৌণ ব্যাপার হয়ে দাড়িয়েছে। বস্তুত আমাদের মূল্যায়ন ব্যবস্থা সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থাকে তোতাবৃত্তি ও নকলবৃত্তিতে পরিণত করেছে। কৃতিত্ব অভীক্ষা ভিত্তিক বর্তমান মূল্যায়ন ব্যবস্থায় পরীক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধন দারুণভাবে ব্যাহত হয়েছে এবং এর নির্ভরযোগ্যতা অনেক খানি ক্ষুণ্ন হয়েছে। কিছু নির্বাচিত প্রশ্ন এবং তার উত্তর মুখস্থ করে পরীক্ষার খাতায় লিখে কিছু নম্বর পাওয়া যেন শিক্ষার উদ্দেশ্য হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। এ অবস্থা চলতে দেওয়া যায় না। এই অবস্থার পরিবর্তন অপরিহার্য।

যে কোন শিক্ষা কার্যক্রমের জন্য একটি নির্ধারিত শিক্ষাক্রমকে অনুসরণ করে পঠন প্রক্রিয়া পরিচালিত হয়। পঠন প্রক্রিয়া চলাকালিন সময়ে মাঝে মধ্যে এবং কার্যক্রমের শেষে শিক্ষার্থী কতটুকু জ্ঞান বা দক্ষতা অর্জন করেছে এবং কি ধরনের মানসিকতা পোষণ করে তা যাচাই করা হয়। শিক্ষার্থীর আচরণগত এইসব বৈশিষ্ট্য পরিমাপ করার জন্য যে অভীক্ষা ব্যবহার করা হয়, শিক্ষায় তাকে পারদর্শিতা বা কৃতিত্বের অভীক্ষা বলে। বাংলাদেশের সকল শিক্ষা স্তরের বিভিন্ন পরীক্ষায় এই কৃতিত্ব অভীক্ষা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে দীর্ঘ দিন ধরে। কেননা প্রথম শ্রেণী থেকে আরম্ভ করে শিক্ষার সর্বোচ্চ স্তরের সকল ক্ষেত্রে এই কৃতিত্ব অভীক্ষার দ্বারাই শিক্ষার্থীদের মেধার মূল্যায়ন করা হচ্ছে। পরীক্ষার্থীর শারীরিক, সামাজিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক ইত্যাদি কোন গুণেরই কোন মূল্যায়ন হচ্ছে বলে মনে হয় না। পরীক্ষার্থীর সকল গুণের ও জ্ঞানের, দক্ষতা, যোগ্যতা ইত্যাদির যথাযথ মূল্যায়ন করা না হলে, কোন ব্যক্তিরই সামগ্রিক মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার এই সব বিষয়ের মূল্যায়নের কোন ব্যবস্থা নেই এবং তা মাপার কোন চেষ্টাও করা হয়নি।

যা হোক এই ইউনিটকে চারটি পাঠে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম পাঠে পরীক্ষা বা মূল্যায়নের উদ্দেশ্য সংক্ষিপ্ত ভাবে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় পাঠে বিভিন্ন স্তরের পরীক্ষা ক্ষেত্রে বর্তমান পরিস্থিতির বিবরণ দেওয়া হয়েছে। তৃতীয় পাঠে উচ্চতর শিক্ষাস্তরে প্রচলিত পরীক্ষা বা মূল্যায়ন ব্যবস্থার উল্লেখ করা হয়েছে। চতুর্থ পাঠে বর্তমান পরীক্ষা বা মূল্যায়ন ব্যবস্থার উন্নয়নকল্পে বেশ কিছু সংস্কারের বিষয় আলোচনা করা হয়েছে।

পাঠ - ৮.১ মূল্যায়নের উদ্দেশ্য

পাঠ - ৮.২ পরীক্ষা ক্ষেত্রে বর্তমান পরিস্থিতি

পাঠ - ৮.৩ উচ্চতর শিক্ষা স্তরে মূল্যায়ন ব্যবস্থা

পাঠ - ৮.৪ উচ্চ শিক্ষায় পরীক্ষা সংস্কার

পাঠ ৮.১

মূল্যায়নের উদ্দেশ্য

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি —

- ❑ বিভিন্ন শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষা কমিটির সুপারিশে প্রদত্ত পরীক্ষার উদ্দেশ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে পারবেন এবং
- ❑ পরীক্ষা পদ্ধতি উন্নয়নের পূর্বশর্ত কি তা উল্লেখ করতে পারবেন।

পরীক্ষা বা মূল্যায়নের উদ্দেশ্য

পরীক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন (১৯৭৪), বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটি (১৯৭৮), পরীক্ষা উন্নয়ন কমিটি (১৯৮৫), বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন (১৯৮৮) সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করছে। এই সকল কমিশন ও কমিটির অভিমত অত্যন্ত সুচিন্তিত বলে অনুমিত হয়। কাজেই পরীক্ষা গ্রহণ ও পরিচালনায় নিচে উল্লেখিত উদ্দেশ্যগুলোর প্রতি দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন:

ক. নির্ধারিত শিক্ষাক্রম অনুযায়ী শিক্ষার্থী কি পরিমাণ জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন এবং প্রয়োগ করতে সক্ষম হয়েছে, তা নির্ধারণ।

খ. শিক্ষার্থীর ভাবাবেগ, মানসিক বিকাশের গতিধারা, প্রবণতা, বুদ্ধিমত্তা, চরিত্র, ব্যক্তিত্ব, সৃজনশীলতা, কর্মকুশলতা ও দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের মূল্যায়ন।

গ. উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির যোগ্যতা নির্ণয়।

ঘ. শিক্ষার্থীর জ্ঞান, ধারণা ও মূল্যবোধের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় অসম্পূর্ণতা নির্ণয় এবং প্রয়োজনীয় সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ।

ঙ. শিক্ষাদানের মান নির্ধারণ এবং সেই অনুযায়ী শিক্ষা ব্যবস্থার বিচার বিশ্লেষণ ও প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন।

চ. শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তকের ক্রমোন্নয়নে সহায়তা দান।

ছ. শিক্ষাদানে শিক্ষকের ভূমিকার কার্যকারিতা নিরূপণ, শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হতে সহায়তা করা এবং প্রয়োজনবোধে শিক্ষাদান পদ্ধতির পরিবর্তন ও পুনর্বিন্যাস করা।

জ. শিক্ষার্থীর কৃতিত্বের মান নির্ধারণের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মানও নির্ধারণ করা এবং দুর্বল শিক্ষার্থী ও নিম্নমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে উন্নত করার প্রচেষ্টা চালানো।

ঝ. সমগ্র দেশের বা একটি অঞ্চলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের মানের সঙ্গে তুলনামূলকভাবে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এবং শিক্ষার্থীর মান যাচাই করা।

ঞ. শিক্ষা ও মূল্যায়ন পদ্ধতির প্রতি জনগণের আস্থা সঞ্চার।

মূল্যায়ন পদ্ধতি ও শিক্ষাদান কৌশল

শিক্ষা ব্যবস্থায় পরীক্ষা ও মূল্যায়নের ভূমিকা বিবেচনা করলে দেখা যায় এগুলি মূলত দু'ধরনের। এক ধরনের ভূমিকা শিক্ষার্থীদের মধ্যে উৎকৃষ্ট-নিকৃষ্ট বাছাই সংক্রান্ত, অন্য ধরনের ভূমিকা শিক্ষাদান প্রক্রিয়ার মানোন্নয়নের সহায়তা সংক্রান্ত। পরীক্ষা ও মূল্যায়ন ব্যবস্থার ক্রটি যেমন সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত ও অর্থহীন করে তুলতে পারে, তেমন শিক্ষাদান পদ্ধতির উন্নতি না ঘটলে বিচ্ছিন্নভাবে পরীক্ষা ও মূল্যায়ন পদ্ধতির উন্নতি সাধন করা দুঃসাধ্য। এজন্য শিক্ষাদানের সহায়ক ব্যবস্থাদির উন্নতি করা প্রয়োজন এবং শিক্ষকগণ যাতে শিক্ষাদানের অঙ্গরূপে উন্নত মূল্যায়ন পদ্ধতি অবলম্বন করে ক্রমাগত শিক্ষা ফলাফল যাচাই করতে পারেন এবং তার ভিত্তিতে প্রতিটি শিক্ষার্থীর কৃতিত্ব, পারদর্শিতা ও ব্যক্তিত্বের বিকাশে সহায়তা দান করতে পারেন তার ব্যবস্থা প্রয়োজন।

এই লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ বা শ্রেণীকক্ষের পরীক্ষায় নিম্নলিখিত দিকসমূহ যথাযথভাবে প্রতিফলিত হওয়া বাঞ্ছনীয়:

ক. প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও উপলব্ধি অর্জন;

খ. ভাবাবেগ, প্রবণতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ এবং

গ. কর্মকুশলতা ও প্রায়োগিক দক্ষতা।

শিক্ষার এ সকল লক্ষ্য কি পরিমাণে অর্জিত হচ্ছে তার ধারাবাহিক মূল্যায়ন শিক্ষাদান পদ্ধতির অপরিহার্য অঙ্গ। মূল্যায়নের উন্নত পদ্ধতি ব্যবহারে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের দক্ষতা বৃদ্ধি তাঁদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার অঙ্গ হওয়া প্রয়োজন।

শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের মান উন্নয়ন পরীক্ষা পদ্ধতি উন্নয়নের একটি পূর্বশর্ত। এজন্য শিক্ষার সকল স্তরে জরুরী ভিত্তিতে নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করা প্রয়োজন:

ক. উপযুক্ত সংখ্যক যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা;

খ. শিক্ষকদের উপযুক্ত ও নিয়মিত প্রশিক্ষণ;

গ. শিক্ষকের আর্থিক ও সামাজিক মর্যাদার উন্নতি বিধান;

ঘ. উপযোগী শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষার অন্যান্য উপকরণ পর্যাপ্ত পরিমাণে ও যথাসময়ে সরবরাহের ব্যবস্থা;

ঙ. প্রয়োজনীয় শ্রেণীকক্ষের ব্যবস্থা;

চ. শ্রেণীকক্ষে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির জন্য ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে শৃঙ্খলা ও শিক্ষকদের মধ্যে দায়িত্ববোধ সঞ্চারের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ এবং

ছ. শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক ঘন ঘন পরিবর্তন করা থেকে বিরত থাকা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৮.১

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ: আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১. পরীক্ষা পদ্ধতি উন্নয়নের প্রধান শর্ত কোনটি?
   ক. শিক্ষকের আর্থিক ও সামাজিক মর্যাদার উন্নতি সাধন
   খ. শিক্ষকদের উপযুক্ত ও নিয়মিত প্রশিক্ষণ
   গ. শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের মানোন্নয়ন
   ঘ. যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ

২. পরীক্ষা উন্নয়ন কমিটি কত সালে গঠিত হয়?
   ক. ১৯৭৮
   খ. ১৯৮৫
   গ. ১৯৮৮
   ঘ. ১৯৯৭

৩. প্রচলিত বহিঃ পরীক্ষা দ্বারা পরীক্ষার্থীর কোন গুণগুলো মূল্যায়ন করা সম্ভব হয় না?
   ক. প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও উপলব্ধি
   খ. কর্মকুশলতা ও প্রায়োগিক দক্ষতা
   গ. শৃঙ্খলাবোধ ও ধর্মীয় অনুভূতি
   ঘ. ভাবাবেগ, দৃষ্টিভঙ্গি, চরিত্র, ব্যক্তিত্ব

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কৃতিত্ব অভীক্ষা কাকে বলে - ব্যাখ্যা করুন।

২. শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের মানোন্নয়নের জন্য কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় - বর্ণনা করুন।

ই) রচনামূলক প্রশ্ন

১. পরীক্ষা গ্রহণ ও পরিচালনার জন্য কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়, সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

সঠিক উত্তর :

অ) ১। গ ২। খ ৩। ঘ।

পাঠ ৮.২

পরীক্ষা ক্ষেত্রে বর্তমান পরিস্থিতি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি —

- পরীক্ষা ক্ষেত্রে বর্তমান পরিস্থিতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে পারবেন এবং
- ১৯৮৫ সালের পরীক্ষা উন্নয়ন কমিটি পরীক্ষায় দুর্নীতির যে সকল কারণ চিহ্নিত করেছে, তা উল্লেখ করতে পারবেন।

পরীক্ষা ক্ষেত্রে বর্তমান পরিস্থিতি

পাবলিক পরীক্ষায় নকল প্রবণতা

বাংলাদেশে যে কোন পরীক্ষাই বর্তমানে প্রায় প্রহসনে পরিণত হয়েছে। এর কারণ, পরীক্ষার্থীরা ব্যাপক আকারে পরীক্ষায় অসাধু উপায় অবলম্বন করছে। পরীক্ষার্থীদের এই দুর্ভাগ্যজনক প্রবণতাকে কেউ রোধ করতে পারছে না। আগে যে পরীক্ষার্থীরা নকল একেবারে করত না তা নয়, কিন্তু তখন নকল করলেও দু-চার জন করত। এখন সংঘবদ্ধভাবে পরীক্ষায় দুর্নীতির আশ্রয় নিচ্ছে। পরীক্ষায় দুর্নীতির এ ব্যাপারটি যে একটা বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। দলবদ্ধভাবে পরীক্ষায় নকল করাকে– যাকে এখন অনেকে 'গণটোকাটুকি' বলে প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতির একটা অনিবার্য বিষফল হিসাবে সকলে স্বীকার করে নিয়েছে। এজন্য পরীক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমাদের, বিশেষ করে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের, পরিষ্কার ধারণা থাকা উচিত। পরীক্ষা শিক্ষার লক্ষ্য নয় বরং লক্ষ্যে পৌঁছার একটা সোপান মাত্র। অতএব পরীক্ষার একটি সুষ্ঠু এবং সন্তোষজনক পদ্ধতি সম্বন্ধে বিবেচনার পূর্বে আমাদের মনে রাখতে হবে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যগুলো পরিমাপের জন্যই পরীক্ষা পদ্ধতির সৃষ্টি।

প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতিতে পরীক্ষার ক্ষেত্রে বিভিন্ন অবৈধ কার্যকলাপ এবং দুর্নীতির অবকাশ রয়েছে। পরীক্ষা ক্ষেত্রে উত্তরপত্র পরীক্ষা এবং ফলাফল প্রক্রিয়াকরণের বিভিন্ন স্তরে অবৈধভাবে ফলাফল পরিবর্তনের ঘটনাও পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। প্রতি বছর বিভিন্ন পরীক্ষা অনুষ্ঠানের জন্য নির্বাচিত কেন্দ্রে কর্মকর্তা ও কর্মচারীসহ প্রায় লক্ষাধিক পরীক্ষক, টেবুলেটর ইত্যাদি এবং প্রায় পাঁচ হাজার অন্যান্য প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও কর্মচারী বিভিন্ন স্তরে জড়িত থাকেন। পরীক্ষা প্রশাসনে এত বিপুল সংখ্যক ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট থাকায় পরীক্ষা কার্যের গোপনীয়তা বিঘ্নিত হচ্ছে এবং সেই সঙ্গে দুর্নীতির প্রকোপও বৃদ্ধি পাচ্ছে। পরীক্ষায় অপচয় ও দুর্নীতি সাধারণ সমালোচনার প্রধান বিষয়বস্তু।

পরীক্ষা উন্নয়ন কমিটি (১৯৮৫) যে প্রতিনিধি সভাসমূহের ব্যবস্থা করেছিল তাতে পরীক্ষায় ব্যাপক অসদুপায় অবলম্বন, গণ টোকাটুকি এবং বিভিন্ন দুর্নীতির বিষয়ে বিস্তারিত অলোচনা ও বিশে- ষণের পর পরীক্ষায় যে সকল দুর্নীতির কারণে চিহ্নিত করেছে বিভিন্ন কমিশন ও কমিটি সেগুলো সম্বন্ধে ঐক্যমত পোষণ করে। সে আলোকে বিভিন্ন কমিশনের মতে কারণগুলি হচ্ছে ঃ (১) রাজনৈতিক অস্থিরতা, (২) সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, (৩) বিপর্যস্ত অর্থনীতি, (৪) শ্রেণীকক্ষে নিম্নমানের শিক্ষাদান, (৫) শিক্ষক, অভিভাবক ও পরীক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের মধ্যে অনেকের সততার অভাব, (৬) যত্রতত্র পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপন, (৭) পরীক্ষা পাসের সম্ভাবনাহীন ছাত্র-ছাত্রীকে পরীক্ষা দেয়ার অনুমতি দান, (৮) ব্যাপক প্রাইভেট কোচিংয়ের প্রবণতা, (৯) স্থানীয় প্রশাসনের ঔদাসীন্য বা শৈথল্য (১০) পরীক্ষার পদ্ধতিগত দুর্বলতা এবং (১১) পরীক্ষার দুর্বল ব্যবস্থাপনা।

শিক্ষা একটি চলমান প্রক্রিয়া, মানুষের দৈহিক ও মানসিক সর্বাঙ্গীণ বিকাশ তার লক্ষ্য। সমাজের বিবর্তনের সাথে সাথে চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন হয় এবং তার সাথে গড়ে ওঠে পরীক্ষা ব্যবস্থা। বহু যুগ থেকে আমাদের দেশে পরীক্ষা ব্যবস্থা চালু আছে। সময়ের পরিবর্তনের সাথে এ ব্যবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। ইদানিংকালেও চাহিদার সাথে সঙ্গতি রেখে এ পরীক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তন ও সংস্কারের উদ্যোগ একাধিকবার গ্রহণ করা হয়েছে। ১৯৭৪ সালের বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন, ১৯৭৮ সালের বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটি এবং ১৯৮৫ সালের পরীক্ষা উন্নয়ন কমিটি, ১৯৮৮ সালের বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন শিক্ষাব্যবস্থা এবং পরীক্ষা পদ্ধতির সার্বিক পর্যালোচনা করে শিক্ষা ও পরীক্ষা উন্নয়নের লক্ষ্যে নির্দিষ্ট সুপারিশ রাখে। এ সুপারিশ যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হয়নি। তবে এসব উদ্যোগ শিক্ষা ক্ষেত্রে আমূল সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জনমনে সচেতনেতা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে।

বিভিন্ন শিক্ষা কমিশন ও কমিটির পরীক্ষা সংক্রান্ত সুপারিশ

বর্তমানে শিক্ষাক্ষেত্রে এক নৈরাজ্য বিরাজমান এবং এই নৈরাজ্য প্রকটভাবে পরিলক্ষিত হয় আমাদের পরীক্ষা ক্ষেত্রে। পরীক্ষা ক্ষেত্রে ত্রুটি সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থায় বিরূপ প্রভাব বিস্তার করছে। আমাদের পরীক্ষা বলতে গেলে এখনও সেই সনাতনী ব্যবস্থা – এতে প্রধানত তথ্য মুখস্থ করার উপর গুরুত্ব দেয়া হয়। পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, সামাজিক চাহিদার পরিবর্তন হয়েছে, পরিবর্তন হয়েছে আমাদের মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গির। কিন্তু শিক্ষাদান এবং মেধা মূল্যায়ন ব্যবস্থার বিশেষ অগ্রগতি হয়নি। ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু বেশির ভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যথাযথভাবে গড়ে উঠেনি। তারা নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত। আর্থিক দৈন্য, শিক্ষক-স্বল্পতা এবং সেই সাথে শিক্ষা উপকরণের অভাব শিক্ষাদানকে বিঘ্নিত করছে। তবে ইদানীংকালে যা সবচেয়ে বেশি উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে তাহল মূল্যায়ন পদ্ধতি বা পরীক্ষা ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা। পরীক্ষা গ্রহণ ব্যবস্থা, প্রশ্নপত্রের ধরন, মূল্যায়ন পদ্ধতি, ফলাফল নির্ধারণের রীতি ইত্যাদি মেধা মূল্যায়নে ত্রুটিপূর্ণ বলে বিবেচিত হচ্ছে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রাপ্ত সুযোগ সুবিধা ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা

শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করা একজন বিশেষজ্ঞ বিচারকের কাজ। এ ধরনের কাজ করার জন্য শিক্ষকগণের সুযোগ-সুবিধা, মর্যাদা ও বেতন সমাজের অন্যান্য পেশার সমতুল্য হওয়া প্রয়োজন। এ সব বক্তব্যের উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের দায়িত্ব অবশ্যই যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের উপর ন্যাস্ত করতে হবে। আমাদের দেশে অধুনা গণটোকাটুকির ব্যাপক প্রসারের পরও কতিপয় ভাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা গ্রহণ সম্ভব হচ্ছে। অতএব শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের ব্যবস্থা করার পূর্বে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অর্থাৎ তার শিক্ষকগণের এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সুযোগ-সুবিধার মূল্যায়ন করতে হবে। এ বিষয়ে A.N. Whitehead বলেছেন, "Primarily it is the schools and not the scholars which should be inspected." শহরাঞ্চলের সঙ্গে গ্রামাঞ্চলের, সরকারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের, ঢাকা শহরের সঙ্গে অন্যান্য শহরের এবং ক্যাডেট কলেজগুলির সঙ্গে অন্যান্য কলেজগুলির যে বৈষম্য রয়েছে তা দূর করার জন্য সযত্ন ও সচেতন প্রয়াস প্রয়োজন।

বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার মানগত বৈষম্য

তাছাড়া শিক্ষার্থীদের আচরণের যেদিকগুলি তার সার্বিক ব্যক্তিত্ব বিকাশে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে শিক্ষাবিদগণ চিহ্নিত করছেন সেগুলে হলো:

- জ্ঞান অর্জন সম্পর্কিত (Cognitive)
- অনুভূতি সম্পর্কিত (Affeective)
- মনোপেশিজ সম্পর্কিত (Psycho-motor)

উপরোক্ত তিন প্রকার আচরণের মধ্যে আমাদের দেশের বিভিন্ন স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রচলিত মূল্যায়ন পদ্ধতিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রথমটির মূল্যায়ন করা হয়। শিক্ষার্থীর অন্য দু'টি দিক যাচাই বা মূল্যায়ন করার কোন ব্যবস্থায় নেই বললে চলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৮.২

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ: আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১. প্রচলিত পরীক্ষা ব্যবস্থায় সাধারণত শিক্ষার্থীর কোন দিকটি মূল্যায়ন করা হয়?
   ক. অনুভূতি সম্পর্কিত
   খ. মনোপেশিজ সম্পর্কিত
   গ. জ্ঞান অর্জন সম্পর্কিত
   ঘ. চরিত্র গঠন সম্পর্কিত

২. বাংলাদেশে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটি কোন সালে রিপোর্ট প্রণয়ন করে?
   ক. ১৯৭৪
   খ. ১৯৭৮
   গ. ১৯৮৮
   ঘ. ১৯৯৭

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ১৯৮৫ সালের পরীক্ষা উন্নয়ন কমিটি পরীক্ষায় দুর্নীতির ক্ষেত্রে কি কি কারণ চিহ্নিত করে তা বর্ণনা করুন।

ই) রচনামূলক প্রশ্ন

১. পরীক্ষা ক্ষেত্রে বর্তমান পরিস্থিতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।

সঠিক উত্তর :

অ) ১। গ ২। খ।

পাঠ ৮.৩

উচ্চতর শিক্ষাস্তরে মূল্যায়ন ব্যবস্থা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি —

- উচ্চতর শিক্ষা অর্থাৎ স্নাতক পাস ও আনার্স কোর্সের পরীক্ষা পদ্ধতির বিবরণ দিতে পারবেন এবং
- গ্রেডিং পদ্ধতি কি তার ব্যাখ্যা দিতে পারবেন।

স্নাতক (পাস) কোর্সের মূল্যায়ন ব্যবস্থা

বহি: পরীক্ষকের প্রভাব উচ্চ শিক্ষার অনুকূল নয়

পাস ডিগ্রি স্তরে বহিঃপরীক্ষার উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়ে থাকে। ফলে অধিকাংশ শিক্ষার্থীর নিকট জ্ঞান আহরণ অপেক্ষা পরীক্ষা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়েছে এবং নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা ও প্রয়োগের অভ্যাস তাদের মধ্যে গড়ে উঠছে না। সামগ্রিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পরীক্ষা গ্রহণ ব্যবস্থা শিক্ষাকর্ম ও গবেষণা কাজকে বিপদজনকভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলছে। আলফ্রেড নর্থ হোহাইট হেড তাঁর “The Aims of Education” পুস্তকে এই বহিঃ পরীক্ষক দ্বারা প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, উত্তরপত্র মূল্যায়ন ও ফলাফল প্রকাশের ঘোর বিরোধিতা করেছেন। তিনি বলেছেন, ‘যে শিক্ষক পাঠদান করবেন, তিনিই প্রশ্নপত্র তৈরি করবেন, তিনিই উত্তরপত্র মূল্যায়ন করবেন, ফলাফল প্রকাশ করবেন, এমনকি সার্টিফিকেটও প্রদান করবেন। কাজেই যে শিক্ষক কোন শিক্ষার্থীকে পাঠদান করবেন না বা পড়াবেন না অথচ প্রশ্ন প্রণয়ন করবেন এবং উত্তরপত্র মূল্যায়ন করবেন তা হতে পারেনা। তাঁর প্রশ্নপত্র তৈরি করা বা উত্তর পত্র মূল্যায়ন করার কোন অধিকার নেই বা ক্ষমতা থাকাও উচিৎ নয়। অথচ আমাদের দেশে প্রাথমিক স্তর থেকে আরম্ভ করে ডিগ্রি পাস স্তর পর্যন্ত সকল পরীক্ষায় বহিঃ পরীক্ষক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে আসছে। যা কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না এবং শিক্ষার মানের নিম্নগতির এটি একটি প্রধান কারণ।

স্নাতক (পাস) পরীক্ষার ফলাফল নির্ধারণ ব্যবস্থা

বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অর্থাৎ ডিগ্রি কলেজের বা মাস্টার্স কোর্স প্রদানকরী কলেজের সকল পরীক্ষা বাংলাদেশের একমাত্র জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করে থাকে। ২০০১ সালে প্রায় আড়াই লক্ষ পরীক্ষার্থী ডিগ্রি পাস পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছিল, তাদের মধ্যে ৩৪ শতাংশ পরীক্ষার্থী সফলকাম হয়েছে। ডিগ্রি পরীক্ষার বিভিন্ন বিষয়ের উত্তরপত্র বিভিন্ন পরীক্ষক মূল্যায়ন করেন। বিষয়ওয়ারী একাধিক প্রধান পরীক্ষক থাকেন। উত্তরপত্র মূল্যায়নের পর পরীক্ষক সে খাতগুলো প্রধান পরীক্ষকের কাছে পাঠিয়ে দেন। সেখানে সকল উত্তরপত্র জমা হয় এবং নিরীক্ষক দ্বারা নিরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষকের কোথাও কোন ভুল ত্রুটি থাকলে তা সঙ্গে সঙ্গে সংশোধন করে মার্কশীট চূড়ান্তভাবে তৈরি করা হয় এবং তা কম্পিউটার পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেখান থেকে চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করা হয়। নিরীক্ষকগণ আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ না করলে অনেক ভুল ভ্রান্তি থেকে যেতে পারে, ফলে পরীক্ষার্থীদের মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে। কাজেই এই পরীক্ষা ব্যবস্থায় যথার্থ, নির্ভরযোগ্যতা ও ব্যবহারযোগ্যতা একেবারে প্রশ্নাতীত নয়। এই ডিগ্রি পরীক্ষা মানোন্নয়নের জন্য নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

পাস ডিগ্রি পর্যায়ে শিক্ষাদানের অঙ্গরূপে অন্তঃপরীক্ষাকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে অর্থাৎ সারা বছর কলেজসমূহে যে শিক্ষাদান করা হয় তার মূল্যায়ন নিয়মিত অভ্যন্তরীণভাবে করা অত্যাবশ্যক। টিউটোরিয়াল, বাড়ির কাজ, শ্রেণীকক্ষে পরীক্ষা, ব্যবহারিক ও প্রয়োগমূলক কাজ ইত্যাদি ছাড়াও এ উদ্দেশ্যে প্রতি বছর বার্ষিক পরীক্ষাসহ তিনটি অন্তঃপরীক্ষা গ্রহণ করা আবশ্যক।

নিয়মিত অভ্যন্তরীণ পরীক্ষার উত্তরপত্রসমূহ শিক্ষার্থীদের ফেরত দেয়া হলে তা শিক্ষার্থীদের নিজেদের ত্রুটিসমূহ সম্বন্ধে অবহিত হতে বিশেষ সহায়ক হবে। শিক্ষকবৃন্দ অন্তঃপরীক্ষার ফল নোটিস বোর্ডে প্রকাশ করলে শিক্ষকদের উপর শিক্ষার্থীদের আস্থা গড়ে উঠবে। পাস ডিগ্রি কোর্স সমাপনের পরে অন্তঃপরীক্ষার ফলের ভিত্তিতে যে সকল প্রার্থী উপযুক্ত বিবেচিত হবে, কলেজসমূহ সেই সকল প্রার্থীকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীতব্য সাধারণ বা বহিঃপরীক্ষার জন্য প্রেরণ করবে। পাস ডিগ্রির বেলায় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রচলিত প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় প্রভৃতি বিভাগ নির্দেশের নম্বর সীমা একই থাকলে ভাল হয়। এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সমতা বিধান করা সঙ্গত হবে। বর্তমানে কোন এক বিষয়ে ফেল করলে সে বিষয়ে পরবর্তী পরীক্ষায় বসতে দেয়ার প্রচলিত নিয়ম চালু আছে তা চলতে থাকতে পারে।

অনার্স ও মাস্টার্স ডিগ্রি স্তর

ফলাফল নির্ধারণে অন্তঃ পরীক্ষা ও বহিঃ পরীক্ষার প্রভাব

অনার্স ও মাস্টার্স ডিগ্রি পর্যায়ে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা পদ্ধতি বিভিন্ন। এমনকি একই বিশ্ববিদ্যালয়েও বিভিন্ন অনুষদ ও বিভাগের মধ্যে অনেক সময় পরীক্ষা পদ্ধতি এক হয় না। সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে নানা আর্থ-সামাজিক কারণে সিমেস্টার পদ্ধতি চালু রাখা সম্ভব হয় না। নব্বই দশকের প্রথমার্ধে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা লাভের পর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত দেশের সকল অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স প্রদানকারী কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের একাডেমিক নিয়ন্ত্রণ উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে চলে আসে। উক্ত কলেজগুলোর শিক্ষাক্রম, শিক্ষাসূচি, পরিদর্শন ব্যবস্থা, পরীক্ষা গ্রহণ ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ের দায়দায়িত্ব এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপরে বর্তায়। তখন থেকেই এইসব কলেজের অনার্স, মাস্টার্স (১ম পর্ব), মাস্টার্স (২য় পর্ব) সকল পরীক্ষা গ্রহণ করে আসছে। অনার্স ও মাস্টার্স পরীক্ষার প্রশ্নপত্র দুইজন প্রণয়ন করেন এবং তা সমীক্ষণের মাধ্যমে দুই সেট প্রশ্ন থেকে এক সেট প্রশ্ন তৈরি করা হয়। পরীক্ষান্তে প্রতিটি বিষয়ের প্রতিটি উত্তরপত্র দুই জন পরীক্ষক মূল্যায়ন করে থাকেন। এই দুইজনের নম্বরের গড় নেওয়া হয়। দুইজন পরীক্ষক পৃথকভাবে এবং স্বাধীনভাবে উত্তরপত্র মূল্যায়ন করেন বলে খাতায় কোন নম্বর, দাগ বা আঁচড় দেওয়ার প্রয়োজন হয় না, দুইজনের নম্বরের পার্থক্য ২০ শতাংশের বেশি হলে তৃতীয় পরীক্ষক দ্বারা তা মূল্যায়নের বিধান আছে। এক্ষেত্রে এই তিনটি নম্বরের মধ্যে যে দুটো কাছাকাছি তার গড় নেওয়া হয়। অনার্স কোর্সে অধ্যয়নকারী প্রতিটি পরীক্ষার্থীকে প্রতি বছরই চূড়ান্ত পরীক্ষা দিতে হয় যা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পরিচালিত ও গৃহীত। অনার্সের প্রতি বছরের ফলাফলকে সংরক্ষণ করা হয়। তিন বছরের অনার্স কোর্স হলে, তিন বছর পর আবার চার বছরের অনার্স কোর্স হলে, চার বছর শেষে চূড়ান্ত পরীক্ষা নেওয়া হয়। এই তিন বা চার বছরের ফলাফলকে একসঙ্গে যোগ করে চূড়ান্ত ফলাফল নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। এটি আনুষ্ঠানিকভাবে সিমেস্টার পদ্ধতি না হলেও, প্রতি বছর যে বহিঃ পরীক্ষক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পরীক্ষা গৃহীত হয় তা এই সিমেস্টার পদ্ধতির বিকল্প হিসেবে বিবেচনা করা যায়। উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, অনার্স ডিগ্রি ও মাস্টার্স ডিগ্রি পরীক্ষার ফলাফল অন্তঃপরীক্ষা ও বহিঃপরীক্ষার সম্মিলিত ফলাফলের উপর নির্ভরশীল। তবে অন্তঃপরীক্ষার জন্য নির্দিষ্ট কোন নম্বর সংরক্ষিত থাকে না যা থাকা উচিত। শ্রেণীকক্ষে টিউটোরিয়াল, প্রায়োগিক এবং গবেষণামূলক কাজ ইত্যাদির জন্য নম্বর প্রদানের ব্যবস্থাও থাকতে হবে। তদুপরি অনার্স ও মাস্টার্স ডিগ্রি পরীক্ষায় মৌখিক পরীক্ষার প্রচলিত নিয়ম চালু থাকা বাঞ্ছনীয়। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সমতা বিধান করা সঙ্গত হবে। এ সমস্যার সমাধান গ্রেডিং-এর মাধ্যমে সহজ হতে পারে।

অনার্স ডিগ্রি ও মাস্টার্স ডিগ্রি পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হওয়ার নম্বর হবে শতকরা ৬০ নম্বর বা তার বেশি, দ্বিতীয় শ্রেণীর নম্বর শতকরা ৪৫ থেকে ৫৯ এর পর্যন্ত শতকরা ৩৫ থেকে

৪৪ নম্বর প্রাপ্ত প্রার্থীরা তৃতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ বলে গণ্য হবে। ৩৫ এর নিচে যারা নম্বর পাবে তাদের অনুত্তীর্ণ বলে ধরে নেওয়া হবে।

পরীক্ষার ফল প্রকাশে বিলম্ব

বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে নানাবিধ কারণে বেশ কয়েক বছর ধরে পরীক্ষা গ্রহণ এবং ফলাফল প্রকাশ অস্বাভাবিকভাবে বিলম্বিত হচ্ছে। এসবের মধ্যে বেশ কিছু কারণ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের নিয়ন্ত্রণের বাইরে এবং কিছু প্রশাসন ও শিক্ষা কর্তৃপক্ষের আয়ত্তে। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বিভিন্ন পরীক্ষা যাতে যথাসময়ে অনুষ্ঠিত হয় এবং উত্তরপত্রসমূহ মূল্যায়ন করে ফল প্রকাশ করা যায় তার নিশ্চিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক। এই পদক্ষেপসমূহের অংশ হিসাবে প্রত্যেক পরীক্ষার শুরু ও সমাপ্তির দিন তারিখ শিক্ষাবর্ষের শুরুতেই ঘোষণা করা উচিত। লিখিত পরীক্ষার পর একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মূল্যায়নের শেষে উত্তরপত্র ফেরত আনার ব্যবস্থা করতে হবে। সাধারণত এই সময় ত্রিশ দিনের বেশি হবে না। তদুপরি এমন ব্যবস্থার প্রয়োজন যাতে পরীক্ষা অনুষ্ঠানের ষাট দিনের মধ্যে ফল প্রকাশ করা যায়।

গ্রেড পদ্ধতি

কলা ও বিজ্ঞান বিভাগের পরীক্ষার্থীরা একই নম্বর পেলেও তাদের কৃতিত্ব তুলনাযোগ্য নয়

বর্তমানে পরীক্ষার মূল্যায়ন নম্বরের ভিত্তিতে পরীক্ষার্থীকে শ্রেণী/বিভাগ দেয়া হয় অর্থাৎ প্রথম শ্রেণী/বিভাগ, দ্বিতীয় শ্রেণী/বিভাগ, তৃতীয় শ্রেণী/বিভাগ ইত্যাদি প্রদান করা হয়। বিভিন্ন বিষয় ও পরীক্ষকের নম্বর প্রদানের মান ভিন্ন হওয়াতে বর্তমানের পাস নম্বর শতকরা ৩৩ নম্বর, প্রথম বিভাগ প্রাপ্তির নম্বর শতকরা ৬০ নম্বর অনেকের মতে বিজ্ঞানসম্মত নয়। আবার বর্তমান পরীক্ষায় নম্বর দেয়ার প্রচলিত পদ্ধতিতে সকল বিষয়ের শিক্ষার্থীদের সমভাবে মূল্যায়নের সুযোগ নেই বলে অনেকে মনে করেন। যেমন, গণিত, পদার্থ বিদ্যা বা রসায়নবিদ্যায় শতকরা ৮০ নম্বর এবং সাহিত্য, ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বা অর্থনীতিতে শতকরা ৮০ ভাগ নম্বর পেলে শিক্ষার্থীগণ সমান মেধার বলে বিবেচিত হয় না। খুব সন্তোষজনক উত্তর দিয়েও শিক্ষার্থীরা সাহিত্য, ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বা অর্থনীতিতে শতকরা ৮০ নম্বর পায় না বললেই চলে। আবার প্রতি বছর প্রশ্নপত্র একই মানের হয় না বলে এক বছরের শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত নম্বর এবং পরের বছর একই বিষয়ে শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত নম্বর একই মানের বলে মনে করা যায় না। এই বৈষম্য দূর করার জন্য একজন শিক্ষার্থীর পরীক্ষার মূল্যায়ন প্রতি বিষয়ে অক্ষর গ্রেড 'A', 'B', 'C', 'D' বা 'ক', 'খ', 'গ', 'ঘ' এতে করা যায়। এই পদ্ধতি অনুসরণ করলে শিক্ষার্থীদের পাঠের যথার্থ মূল্যায়ন হতে পারে বলে আশা করা যায়।

গ্রেড পদ্ধতি প্রচলন করার পূর্বে কয়েকটি বিষয় বিবেচনা করতে হবে। প্রথমত বর্তমানে পরীক্ষায় নম্বরের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের যে মূল্যায়ন করা হয় সেই নম্বরের ভিত্তিতেই পরীক্ষার্থীদের মেধা তালিকা তৈরি হয় এবং সেই মেধা তালিকার ভিত্তিতেই বৃত্তি প্রদান করা হয়। গ্রেড পদ্ধতি প্রচলন করা হলে বৃত্তির জন্য পৃথক পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে, কেননা গ্রেডের ভিত্তিতে বৃত্তির জন্য মেধা তালিকা তৈরি সম্ভব নয়। এই ধরনের পৃথক পরীক্ষা প্রবর্তিত হলে শিক্ষার্থীদের জন্য অতিরিক্ত সময় পরিশ্রমের প্রয়োজন হবে। পৃথক বৃত্তি পরীক্ষা প্রবর্তন করা হলে ঐ পরীক্ষা পরিচালনার জন্য পৃথক সংস্থা স্থাপনের প্রয়োজন হতে পারে এবং এইজন্য অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় হবে।

দ্বিতীয়ত আমাদের দেশে সকল প্রকার চাকুরির জন্য যে নিয়োগবিধিসমূহের প্রচলন রয়েছে সেই সকল নিয়োগবিধিতে সাধারণভাবে শিক্ষাগত যোগ্যতার বেলায় শ্রেণী/বিভাগ ইত্যাদি ভিত্তিতে প্রার্থীদের চাকুরির যোগ্যতা নির্ধারিত হয়। গ্রেড পদ্ধতি প্রচলিত হলে সকল চাকুরির নিয়োগবিধি পরিবর্তন করে এমন পদ্ধতি উদ্ভাবন করতে হবে যাতে প্রার্থীদের প্রতিযোগিতামূলক ভাবে যোগ্যতা নির্ধারণ করা যায়।

তাই গ্রেড পদ্ধতির গুণাবলীর বিষয় স্বীকার করেও বলতে হয় যে, এই পদ্ধতি প্রচলন করতে হলে বিষয়টি গভীরভাবে চিন্তা ও পরীক্ষা করে দেখতে হবে। সে জন্য গ্রেড পদ্ধতি বিষয়ে চূড়ান্ত সুপারিশ করার উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয়, অন্যান্য স্তরের শিক্ষা সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, বিশেষজ্ঞ, সরকার, বিশেষ করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং পরিকল্পনা কমিশন ও পাবলিক সার্ভিস কমিশন প্রভৃতির প্রতিনিধির সমন্বয়ে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠন করা যেতে পারে। এখানে উল্লেখ্য যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য অনুষদে এবং ইনস্টিটিউট অব বিজনেস এ্যাডমিনিস্ট্রেশনের বিভিন্ন বিষয়ে গ্রেডিং পদ্ধতি চালু আছে এবং তা ফলপ্রসূভাবে কাজ করছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৮.৩

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ: আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১. কোন পরীক্ষায় উত্তরপত্র মূল্যায়নের পর নিরীক্ষার ব্যবস্থা আছে?
ক. স্নাতক পাস খ. স্নাতক অনার্স
গ. মাস্টার্স ১ম পর্ব ঘ. মাস্টার্স ২য় পর্ব

২. বাংলাদেশের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় কলেজগুলো কোন বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা নিয়ন্ত্রিত?
ক. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খ. উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
গ. জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ঘ. প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়

৩. কোন পরীক্ষা সম্পূর্ণ বহিঃ পরীক্ষক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত?
ক. মাস্টার্স ২য় পর্ব খ. মাস্টার্স ১ম পর্ব
গ. ডিগ্রি অনার্স ঘ. ডিগ্রি পাস

৪. কোন পরীক্ষায় প্রতিটি খাতা দুইজন পরীক্ষক দ্বারা পরীক্ষিত হয় না?
ক. স্নাতক পাস খ. স্নাতক অনার্স
গ. মাস্টার্স ১ম পর্ব ঘ. মাস্টার্স ২য় পর্ব

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. গ্রেডিং পদ্ধতি কি এবং কেন - ব্যাখ্যা করুন।

২. গ্রেডিং পদ্ধতিতে ফল প্রকাশ করলে পৃথক বৃত্তি পরীক্ষা গ্রহণের প্রয়োজন হয় কেন - বর্ণনা করুন।

ই) রচনামূলক প্রশ্ন

১. বর্তমানে স্নাাতক পাস ও অনার্স পরীক্ষা কিভাবে পরিচালিত হয় আলোচনা করুন।

২. গ্রেডিং পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধার বিবরণ দিন।

সঠিক উত্তর :

অ) ১।ক ২।গ ৩।ঘ ৪।ক।

পাঠ ৮.৪ উচ্চ শিক্ষায় পরীক্ষা সংস্কার

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- উচ্চ শিক্ষায় মূল্যায়ন ব্যবস্থার বিবরণ দিতে পারবেন;
- উচ্চ শিক্ষায় পরীক্ষা সংস্কারের বিভিন্ন উপায়ের উল্লেখ করতে পারবেন এবং
- পরীক্ষা সংস্কারের মূলনীতির ব্যাখ্যা দিতে পারবেন।

পাঠ্যাংশ

অন্ত:পরীক্ষা ও বহি:পরীক্ষা

পূর্বেই বলা হয়েছে উচ্চতর স্তরে বিভিন্ন ধরনের মূল্যায়ন ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে প্রায় এক হাজারটি কলেজ ডিগ্রী (পাস) প্রদান করে থাকে তার সবটায় বহি: পরীক্ষক নির্ভর। সেখানে অন্ত:পরীক্ষার বা অন্ত: পরীক্ষকের কোন ভূমিকায় নেই। কিছু শিক্ষক প্রশ্নপত্র তৈরি করেন এবং সেগুলো পরীক্ষা কমিটি কর্তৃক সমীক্ষণ করা হয়। দেশজুড়ে একটি প্রশ্নে পরীক্ষা গৃহীত হয়। সেগুলো মূল্যায়ন করার পর পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হয়। অবশ্য স্নাতক (অনার্স) এবং মাস্টার্স কোর্সে প্রতি বিষয়ের প্রতি পেপারে দুইজন প্রশ্নপত্র প্রণেতা প্রশ্ন তৈরি করেন। সেগুলো সমীক্ষণ করে দুই সেট প্রশ্ন থেকে এক সেট প্রশ্ন তৈরি করা হয়। এর উত্তরপত্রগুলোও দুইজন পরীক্ষক মূল্যায়ন করেন এবং পরে এর গড় নম্বর নেয়া হয়। তবে যিনি ক্লাশে পড়ান তিনি তার নিজেদের পরীক্ষার্থীদের উত্তরপত্র দেখার সুযোগ পান না। অর্থাৎ অন্ত: পরীক্ষা বা অন্ত: পরীক্ষকের কোন ভূমিকাই নেই। তবে আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় যেমন- ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম ইত্যাদির মূল্যায়ন ব্যবস্থা বেশিরভাগ অন্ত: পরীক্ষকের দ্বারা প্রভাবিত হয়। সেখানেও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে, এমনকি একই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন বিভিন্ন বিভাগে মূল্যায়ন ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অন্ত:পরীক্ষক দ্বারা প্রভাবিত হয়। এম বি এ কোর্সে এবং আই ই আর পরিচালিত বিভিন্ন পরীক্ষায় বহি: পরীক্ষকের কোন ব্যবস্থা নেই এবং তাদের কোন ভূমিকাও নেই। সম্ভবত মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এটাই সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবস্থা।

অন্ত: পরীক্ষার গুরুত্ব

A. N. Whitehead বহি: পরীক্ষার ঘোর বিরোধী। তিনি বলেছেন,

> "Each school should grant its own leaving certificates, based on its own curriculum. The standard of these schools should be sampled and corrected. But the first requisite for educational reform is the school as a unit, with its approved curriculum based on its own needs and evolved by its own staff".

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন কোন বিভাগ উক্ত ব্যবস্থায় তাদের নিজস্ব শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করেন এবং অনুরূপভাবে মূল্যায়ন করে থাকেন। সাধারণ পরীক্ষার পরিপূরক হিসেবে নিয়মিত অভ্যন্তরীণ পরীক্ষার ব্যবস্থা করা যায়। শিক্ষক সারা বছর অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা গ্রহণ করবেন এবং উত্তর মূল্যায়ন করবেন। প্রতি মাসে একটা পরীক্ষা নিতে পারলে ভাল হয়।

উত্তরপত্রগুলোতে নম্বর দিয়ে তা শিক্ষার্থীগণকে ফিরিয়ে দিতে হবে এবং নম্বর নোটিশ বোর্ডে টানিয়ে দিতে হবে। তাতে করে ভুল বোঝাবুঝির অবসান হবে এবং শিক্ষকদের মূল্যায়ন ব্যবস্থার উপর শিক্ষার্থীদের আস্থা ফিরে আসবে এবং তা আরও বৃদ্ধি পাবে। প্রত্যেক পেপারে শতকরা ২৫ নম্বর শিক্ষকের এই অভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের জন্য সংরক্ষিত থাকলে খুব ভাল ফল পাওয়া যাবে বলে আশা করা যায়। তাছাড়া পরীক্ষার পাশের নম্বর ৪০-এ উন্নীত করতে হবে।

অন্ত:পরীক্ষা পদ্ধতি উন্নয়ন ও আবশ্যক এবং সীমিত দু-একটা পরীক্ষার উত্তর নির্ভর না করে সারা বছরব্যাপি পরীক্ষা, অভীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে ক্রমপুঞ্জিত মূল্যায়ন রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতিমাসে একটি পরীক্ষা নেওয়া সম্ভব না হলেও বছরে অন্তত দুটি লিখিত পরীক্ষা নিতে হবে। অন্ত: পরীক্ষার ফলাফল চূড়ান্ত করার দায়িত্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানের সভাপতিত্বে শিক্ষক পরিষদের উপর অর্পিত হবে। অন্ত: পরীক্ষার সমস্ত রেকর্ড শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ সযত্নে সংরক্ষণ করবেন। অন্ত:পরীক্ষা শিক্ষার্থীদের সময়ানুবর্তী এবং নিয়মিত পড়াশোনা করতে মনোযোগী করে তুলবে। অন্ত: পরীক্ষার উপর যথাযোগ্য গুরুত্ব আরোপ করলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শৃঙ্খলার উপর অনুকূল প্রভাব পড়বে। অন্ত: পরীক্ষা এবং বহি: পরীক্ষা পরস্পর সম্পূরক।

পরীক্ষা গ্রহণের বিষয়ে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি

পরীক্ষার জন্য কেবলমাত্র পাঠ্যপুস্তক, নোট এবং ভাষণ মুখস্থ করার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। পরীক্ষা প্রকৃত শিক্ষাদান ও প্রকৃত জ্ঞান অর্জনের ব্যাপারে উৎসাহ সৃষ্টি করতে পারে। একজন ছাত্র তার পঠিত বিষয়ের উপর যথাযথ জ্ঞান অর্জন করেছে কিনা এবং সাফল্যজনকভাবে লব্ধ জ্ঞান প্রয়োগ করতে সমর্থ কিনা, পরীক্ষার মাধ্যমে তা নির্ধারণ করতে হবে। এজন্য শিক্ষক ও ছাত্র উভয়কে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি গঠন করতে হবে। মামুলি রচনার প্রবণতা যে সব প্রশ্ন থাকে, তেমন প্রশ্নাবলীর পরিবর্তে নতুন ধরনের প্রশ্নপত্রের অবতারণা করতে হবে যাতে করে শিক্ষার্থীর প্রকৃত জ্ঞানের মূল্যায়ন হয়। পরীক্ষা গ্রহণের এক মাসের মধ্যে ফলাফল প্রকাশ করতে পারলে শিক্ষার্থীর উপর এর দারুণ প্রভাব পড়ে কারণ তাদের মাসের পর মাসে এই ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করতে এবং অনিশ্চয়তার মধ্যে কালাতিপাত করতে হয় না। নতুন ধরনের পরীক্ষা পদ্ধতি প্রয়োগের সম্ভাব্যতা অনুসন্ধান এবং আমাদের পরীক্ষার্থীদের উপযোগী প্রামাণ্য পরীক্ষা পদ্ধতি উদ্ভাবনই প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অন্যতম কর্তব্য হবে। পরীক্ষা সংগঠন ও পরিচালনা সম্পর্কে উপদেশ দানের জন্য প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষ করে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি থাকতে হবে।

অনার্স শ্রেণীর শিক্ষার্থীগণ ও মাস্টার ডিগ্রীর প্রার্থীগণকে একটি মৌখিক পরীক্ষায় অবশ্যই অবতীর্ণ হতে হবে। স্নাতক (পাস) কোর্সেও এই মৌখিক পরীক্ষার প্রচলন করলে ভাল ফল পাওয়া যেতে পারে। চূড়ান্ত মান নিরূপণের ব্যাপারে এই পরীক্ষার ফল যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করবে বলে আশা করা যায়। প্রশ্নপত্র প্রণয়নকালে নৈর্ব্যক্তিক, সংক্ষিপ্ত উত্তর ও রচনামূলক প্রশ্নের যথাযথ গুরুত্ব দিতে হবে।

মূল্যায়নের বিভিন্ন কৌশল

কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ছাত্রগণকে অন্যান্যদের সঙ্গে কথপোকথন, টিউটোরিয়াল, সেমিনার, গবেষণাগারের কাজের মাধ্যমে এবং সমবায় জীবনে লভ্য (Corporate life) অন্যান্য সুযোগের সদ্ব্যবহার করে শিক্ষা সম্পর্কে পূর্ণ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে কিনা তা মূল্যায়নের মাধ্যমে নিশ্চিত করতে হবে। সাধারণত বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী সরকারী চাকুরীতে প্রবেশের ব্যাপারে পাসপোর্ট হিসেবে বিবেচিত হয় বলে আমাদের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে

বিপুল সংখ্যক ছাত্র অধ্যয়ন করতে আসে। কিন্তু এই সব ছাত্রের অনেকেরই এই পর্যায়ে পড়াশুনা করবার যোগ্যতা থাকে না। উর্ধ্বতন পদ ছাড়া অন্যান্য সরকারি চাকরিতে প্রবেশের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী থাকতেই হবে এমন কোন কথা নেই। অন্যান্য সকল পদের জন্য আমাদের প্রয়োজন বৃত্তিগত যোগ্যতা, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী নয়। কাজেই বাণিজ্যিক ও কারিগরি ক্ষেত্রে মধ্যাহ্ন ও সান্ধ্য কোর্সের ব্যবস্থা করা যায়।

বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ স্বায়ত্তশাসিত হওয়ার ফলে তারা বিভিন্ন ধরনের মূল্যায়ন পদ্ধতি অনুসরণ করে শিক্ষার্থীদের মেধা যাচাই করে থাকে। যদিও একই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ভিন্নতর মূল্যায়ন ব্যবস্থা চালু আছে। এদের মধ্যে অবশ্যই সমন্বয় সাধন করতে হবে। কোন শ্রেণী বা বিভাগে পাস করেছে তার পরিবর্তে গ্রেডিং পদ্ধতি চালু করা অধিক যুক্তিসঙ্গত হবে বলে মনে হয়। কারণ সাধারণত কোন পরীক্ষক উত্তরপত্র মূল্যায়নের পর উত্তরপত্রের উপর নম্বর দান করেন, যেমন- ৪০, ৪৫ বা ৫০। কিন্তু বাস্তবে এটি তার প্রকৃত নম্বর নয়। প্রকৃত নম্বর এর থেকে ৫ থেকে ১০ শতাংশ কম বেশি হতে পারে। কাজেই গ্রেডিং পদ্ধতি এই প্রকৃত নম্বরের বিকল্প হিসেবে গ্রহণ করা যায়।

গ্রেডিং পদ্ধতির যৌক্তিকতা

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত সকল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় কলেজগুলোতে পরীক্ষা গ্রহণের ব্যাপারে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রককে তথা বিশ্ববিদ্যালয়কে সাহায্য করার জন্য একটি পরীক্ষা উন্নয়ন গবেষণা সংস্থা গঠন করা যেতে পারে।

ধারাবাহিক গবেষণার মাধ্যমে দেশের পরীক্ষা ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী করে তোলা সম্ভব। এই গবেষণা সংস্থার মূল কাজ হবে পরীক্ষার মান উন্নয়ন করা যা হতে পারে একাডেমিক বা প্রশাসনিক। এই সংস্থার মুখ্য দায়িত্ব হবে:

(ক) প্রশ্নপত্রের মানোন্নয়নের জন্য প্রতি বছরের প্রশ্ন নিয়ে গবেষণা করা এবং এর উন্নয়ন সাধনের সুপারিশ করা এবং ক্রমশ প্রশ্নগুলোর আদর্শায়নের ব্যবস্থা করা।

(খ) বহি:পরীক্ষা ও অন্ত:পরীক্ষা এবং তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিক পরীক্ষার ফলাফল সমন্বয় রীতি নির্ধারণ এবং ক্রমশ অন্ত: পরীক্ষার গুরুত্ব বৃদ্ধি করা।

(গ) পরীক্ষা কেন্দ্রের সুশৃঙ্খল পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য পর্যাপ্ত কার্যকর তদারকি ও সংস্কার।

(ঘ) উত্তরপত্র মূল্যায়নে কম্পিউটার ব্যবহার করা।

(ঙ) উত্তরপত্র মূল্যায়ন এবং বিভিন্ন পরীক্ষা ও মানের সমন্বয় বিধানের উন্নত পদ্ধতি উদ্ভাবন।

(চ) সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শিক্ষক ও প্রশাসকদের প্রশিক্ষণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ।

(ছ) গবেষণালব্ধ অভিজ্ঞতার আলোকে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও শিক্ষাদান পদ্ধতির সংস্কারের জন্য পরামর্শ দান।

(জ) পরীক্ষার মাধ্যমে সৃজনশীল বিকাশের অন্যান্য দিক মূল্যায়নে প্রয়োজনীয় আদর্শায়িত অভীক্ষা তৈরি করা এবং এ ব্যাপারে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করা এবং

(ঝ) নতুন পরীক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তনের প্রস্তুতি এবং পরবর্তীকালে অভিজ্ঞতার আলোকে এর পরিবর্তনের জন্য অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা এই গবেষণা সংস্থার পরামর্শমত গ্রহণ করা হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৮.৪

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন।

১। আ, ন, হোয়াইটহেড কোন ধরনের পরীক্ষার উপর জোর দিয়েছেন?

(ক) বহি: পরীক্ষা
(খ) অন্ত: পরীক্ষা
(গ) বহি: ও অন্ত: পরীক্ষার সমন্বয়
(ঘ) পাবলিক পরীক্ষা

২। সাধারণত পরীক্ষা গ্রহণের কত দিনের মধ্যে ফল প্রকাশ করলে পরীক্ষার্থীরা বেশি উপকৃত হবে।

(ক) এক সপ্তাহের মধ্যে
(খ) দুই সপ্তাহের মধ্যে
(গ) তিন সপ্তাহের মধ্যে
(ঘ) চার সপ্তাহের মধ্যে

৩। মূল্যায়ন পদ্ধতির মানোন্নয়নের জন্য কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়?

(ক) শিক্ষকদের যথাযথভাবে প্রশিক্ষণ দিয়ে
(খ) গ্রেডিং পদ্ধতি চালু করে
(গ) ধারাবাহিকভাবে গবেষণার মাধ্যমে
(ঘ) পরীক্ষা কেন্দ্রের শৃঙ্খলা রক্ষা করে

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. পরীক্ষার মানোন্নয়নে হোয়াইট হেডের মতামত দিন।

২. পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশে গ্রেডিং পদ্ধতির সুবিধা কি - বর্ণনা করুন।

ই) রচনামূলক প্রশ্ন

১. পরীক্ষা উন্নয়ন গবেষণা সংস্থার প্রধান কাজ কি হবে ?

২. জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত পরীক্ষার মানোন্নয়নের জন্য কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।

সঠিক উত্তর :

অ) ১। খ ২। ঘ ৩। গ